KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : ৩৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ([illegible] নং ২) কলকাতা - ১২
Collection : KLMLGK	Publisher : বীরেন্দ্র নারায়ণ মিত্র
Title : অনুভব (ANUBHAV)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1/1, 1/3, 1/4, 1/8, 1/11, 2/7	Year of Publication : July 1974, Sep 1974, Oct - Nov 1974, Feb - March 1975, July 1975 / Jan 1976
	Condition : Brittle Good
Editor	Remarks

C.D. Rol No. KLMLGK

জয়ন্তকুমার সম্পাদিত

অনুভব

কবিতার মাসিক

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অনুষ্টুপ

নবপর্যায় ॥ বর্ষ ১ ॥ সংখ্যা ৭
জানুয়ারী ১৯৭৫

পুরুলিয়ার কবি ও কবিতার মিছিল | *নির্মল হালদার*

সম্প্রতি পুরুলিয়ার কবিতা পত্রিকা পড়ে একজন কবি মন্তব্য করেছেন, 'দুঃখের শহর, খরার রাজধানীতে, তাহলে কবিও আছে?'

কবিও আছেন, তাই এই শহর এই জেলায় 'চলছে চলবে'র মত কাব্য-আন্দোলন চলছে। হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ রেখে চলছে কবিও কবিতার মিছিল। মনে হয়, সত্তর দশককে এরা সত্যি সত্যিই কবিতার মুক্তির দশকে পরিণত করবেন।

গল্পের কথা না। হঠাৎ হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণের মতই একেকটা পত্রিকা বেরোয় এখান থেকে। এভাবে একদিন জন্ম হয়েছিল 'ছত্রাক'-এর, যাকে ঘিরে পুরুলিয়া তথা মানভূমের পুরাকীর্তি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে গবেষণা চলছে। পত্রিকাটির সম্পাদক সুবোধ বসু রায়ের ক্ষমতাকে নমস্কার।

ছত্রাকের পাশাপাশি কয়েকজন রাগী তরুণ 'আমরা সত্তরের যীশু' নামে লড়াকু কবি। এরা আজ পুরুলিয়ার ঈর্ষার পাত্র। কেননা, এরাই আজ কাব্য-আন্দোলনের হাতিয়ার তুলে নিয়েছে। 'আমরা সত্তরের যীশু'র সম্পাদক প্রতুল দত্ত কবিতা লেখেন না ঠিক, কিন্তু সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে তরুণদের পথ দেখান, যে পথ দিয়ে সৈকত রক্ষিত, অশোক দত্ত, কল্লোল মজুমদার, তরুণ দাশ, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত ভট্টাচার্য ও নির্মল হালদার কবিতার স্বাধীন পতাকা নিয়ে যাচ্ছে।

সৈকতের কবি কণ্ঠে শোনা যায়—'এখনও আসেনি নষ্ট জায়ফল কবিতার কাছাকাছি।' যে-সৈকত অন্যদিকে বক্সার এবং তখনই বলে ওঠে—'কঠিন বড় কব্জি আমার গাভিন গাইও পট্‌কে দেবো।'

সৈকত, তোমার নিষ্ঠুরতায় ভয় হয়। ভয় হয়, তুমি যদি পালিয়ে যাও কবিতার সিংহাসন ছেড়ে।

অশোক দত্তের বিষণ্ণতা সারা সমাজ, শহর-গ্রামে, ছড়িয়ে পড়ে—'প্রিয় ফুল দেখেছি আজ বাবুদের বুকের ওপরে।' বাবু ? কোন্ বাবু ? মা কালীর খড়্গের মত অশোকের কাছে আমাদের এই জিজ্ঞাসা।

কল্লোল মজুমদারের কাছে, 'ভালবাসী বরাবর যে-দিগন্তরেখা' সে রেখায় বাণী, রত্না, তাণ্ডীর কাছে নতজানু হয়। 'স্বপ্নের শব কাঁধে নিয়ে,' মুকুল চট্টোপাধ্যায় এগিয়ে চলেছেন। নতুন কবিতার বইয়ের জন্য সে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পুরুলিয়ার আর এক দল নক্ষত্র যাদের কোনো সাহিত্য সভা কিংবা কবি-সম্মেলনে অথবা কোনো পত্রিকায় দেখা যায় না, সেই কল্যান সেনগুপ্ত, প্রতাপ দাশগুপ্ত, বিমলেন্দু ত্রিপাঠীর দল নিভৃতে কবিতার ছুরি শানাচ্ছে। একদিন পুরুলিয়ার আকাশে সে ছুরি ঝলসে উঠবে।

অথচ কী আশ্চর্য এই পুরুলিয়ায় পঞ্চাশ উত্তীর্ণ মহিলা-কবি বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেনু দেবী, ঘর-সংসার নিয়ে যেমন এখনও কবিতা লিখে যাচ্ছেন, তেমনিভাবে আর কোনো তরুণীর প্রকাশ ঘটছে না, যদিও ইদানীং অষ্টাদশী কাব্যেরী মিত্রের ভূমিকা আনন্দ এবং আনন্দের।

অমল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অপূর্ব সান্যাল, তুহিনকান্তি চট্টোপাধ্যায় অনিয়মিত লিখে থাকলেও তরুণদের উৎসাহ দিতে মোটেই কার্পন্য করেন না। আর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারী অমিতাভ বিভিন্ন ছদ্মনামে আধুনিক কবিতার বজরুকি নিয়ে যেমন শহর তোলপাড় করছেন, তেমনি তালকানা পাঠকের মুখোসটাও খুলে দিচ্ছেন। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে শান্তি সিংহের কবিতার বই 'লাল মাটি নীল অরণ্য।'

হায় কবিতা, তোমাকে নিয়ে কত খেলা কত রক্তপাত।

সত্যেন্দ্র গুপ্ত কবিতার চেয়ে ছড়া লিখতে বেশি ভালোবাসেন। একলা মানুষ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় কুয়াশার ভেতরে কবিতাকে খুঁজে বেড়ান।

পুরুলিয়া শহরের আরও দুজন কবি মৃদু দাস ও কুশল হোম রায়। তারা এখনও স্কুলের গন্ডি পেরোয় নি। কুশল শিশু পত্রিকা 'সবুজ কলি'র সম্পাদক। রঘুনাথপুরের হারাধন করের শিশু পত্রিকা 'টুকলু' মনোহরণ করা শিশু পত্রিকা। 'পুরুলিয়া নামে, একটি পত্রিকা নিয়মিত বেরুচ্ছে গত এক বছর ধরে, কিন্তু পাঠকের কাছে পৌঁছয় কিনা পুরুলিয়ার কবিকুলের জানা নেই।

রেলওয়ে শহর আদ্রা জমজমাট। তবে আদ্রার সকাল সন্ধে টালমাটাল নয়। গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায় সোচ্চার হয়ে উঠেছেন অলোক ভাদুড়ী, তাপস পাঁজা, অভিলাষ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, মানস কুণ্ডু, দিব্যেন্দু রায়। এই তরুণদের পাশে 'সাহিত্য বিচিত্রা'র সম্পাদক কমল চট্টোপাধ্যায় কবিতা লেখার সঙ্গে গান গেয়ে থাকেন। সম্প্রতি আধুনিক কবিতাকে গান রূপে গেয়ে তিনি

বিস্তর হাততালি পেয়েছেন। এই আদ্রায় বিমলকান্তি ভট্টাচার্য, কামাখ্যা সরকার নিয়মিত লিখছেন।

আদ্রা থেকে কিছুটা দূরে, মনিহারা থেকে, মোহিনী মোহন গাঙ্গুলীর সম্পাদনায় বেরোয় 'কেতকী'। বলরামপুরের চিত্ত দাস, অমিয় পাল কবিতার বই প্রকাশ করে ফেলে ছন।

কিন্তু যাদের জন্য পত্রিকা চলবে সেই পাঠকমহল এখনও তৈরি হয়নি। তথাকথিত ভদ্রলোকেরা ব্ল্যাক-মার্কেটে হিন্দী সিনেমার টিকিট কেনেন, অথচ সাহিত্য-পত্রিকার নাম শুনলে দারুণ ভয় পেয়ে যান।

তবু কিন্তু কিন্তু করে পুরুলিয়া থেকে কবি ও কবিতার মিছিল চলছে··· চলচে। একদিন না একদিন কবিতা প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের কাছাকাছি। □

আমি এবং আমরা দশজন / গৌরাঙ্গ ভৌমিক

আমার নেই সুনির্দ্দিষ্ট ঘাঁটি ;
একটা মানুষ দশটা হয়ে শহর জুড়ে হাঁটি ;
হাঁটতে হাঁটতে নিজের সঙ্গে দেখা হলেই বলি—
'কিনেছি দ্যাখ্ হলুদ রঙের নতুন নামাবলী।'

এমনি করেই সকাল কাটে, বিকেল বেলার প্রহর—
চোখের সামনে কাঁপতে দেখি, প্রকাণ্ড এই শহর।
অবশেষে মধ্যরাতে যখন ফিরি ঘরে,
দশটা মানুষ একটা হয়ে ঘুমোই অন্ধকারে।

কাস্তে

দিনেশ দাস

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল আর বম্ হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের-শতক আজ নহে তো —
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!

লোহার আর ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,
কামানে-কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চূর্ণ- এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
মর্দিত, গলিত হয় মাটিতে,
মাটির — মাটির যুগ ঊর্ধ্বে।

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু,
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

ফণিভূষণ আচার্যের কবিতা

শরীরে লঘু সংগীতের সুর

কোন রাত্তিরেই আমি উন্নাসিক সাঁকোটাকে পেরোতে পারিনা
শরীরে শরীর লঘু সংগীতের সুরগুলি হঠাৎ বাজিয়ে যায় কোন উদাসীন
বুকের ভিতরে কেউ ফিরে আসে   প্রিয় নখে খামচে ধরে
হৃদয়ের মৃদুতম অংশগুলো   কেউ কেউ ফেরে
অনেকেই ফিরলো না কৈশোরের নীলকণ্ঠ পাখি
পঞ্চাশের মন্বন্তরে সেই-যে প্রবাসে গেছে
আর ফিরে আসেনি   এখন

চৌরঙ্গীর কালভার্টের খুব নিচে বেনোজল সরে গেছে
ওখানে এখন সুবাতাসে
পিঠের বোতাম খুলে ঘামাচি শুকিয়ে নিচ্ছে
শহরের সুন্দরীতমারা
আকাশে রুমাল নাড়ে ভিক্টোরিয়া
চুল খুলে দিয়ে এই আলুথালু জ্যোৎস্নার ভিতরে
রাণুদির মতো এক পয়মন্ত তুষার-মানবী
আমাদের ক্ষত আর উপদংশগুলো
দু চোখের জল দিয়ে ধুয়ে দেবে কথা ছিল
মাঘ পূর্ণিমার রাতে
ট্যুরিস্ট হাওয়ার মতো চৌরঙ্গীর কালভার্টের নিচে
শরীরে শরীর লঘু সংগীতের সুরগুলি হঠাৎ বাজিয়ে যায় কোন উদাসীন
আকাশে রুমাল নাড়ে আলুথালু ভিক্টোরিয়া
যৌবনের টেরাকোটা বয়েস ছাপিয়ে কোন রাত্তিরেই আমি
শহরের উন্নাসিক সাঁকোটাকে কেন যেন পেরোতে পারিনা

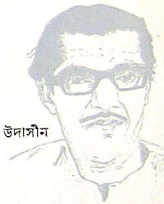

রানা দাসের কবিতা

দেখে নিও

অই দ্যাখো, আড়মোড়া ভাঙে এখন আমাদের
শেষ ভালোবাসা,
যখন-তখন ন'ড়ে চ'ড়ে ওঠে চলতি পথে, পথের ধুলোয় ;
দ্যাখো, শেষবার চোখ গভীর হ'য়ে প'ড়ে থাকে এখনো
ছুটন্ত বাস কিংবা ভিড়ের ফুটপাথেই ;
এইভাবে আরো কিছুদিন আমাদের প্রেম থেকে যাবে
গোপনে-গোপনে
জাগতিক রহস্যময়তায় ;
তারপর, আমরাও ফিরে আসবো একদিন, যে পথে ফিরে এসেছেন
আমাদের বাবা ও দাদুরা···
সেইদিন তোমার জন্য তোমার ঘরে নিয়ে যাবো আমরা
এই শরীরের : রক্ত-মাংস-হাড়·····
কি হেতু আমাদের প্রতি এই উদাসীনতা তোমার ?
তুমি দেখে নিও,
কেউ-ই শেষ পর্যন্ত প্রেমিক থাকে না, মানুষ থাকে না, অমানুষও না,—
কেবলমাত্র জীব হ'য়ে যায় !

তার মৃত্যুর দিন

তোমাদের এই অসীম আকাশের নীচে দু-হাত শূন্যতা নিয়ে একদিন চুপচাপ বসে
থাকবে সে
সে মানে একজন দুঃখী মানুষ, বিড়ি কিংবা সিগারেট টেনে যাবে একের পর এক
আর তখন পৃথিবীতে-ব্যবহৃত তার সমস্ত পোষাক থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়বে
তার উলঙ্গ শরীর ;
তোমরা কেউ জানতেই পারবে না, বিস্তীর্ন ব্যবধানে সে তখন নিঃস্বর, নিস্পৃহতায়
চেয়ে দেখবে তার সুন্দরীতমাকে ঘিরে তোমাদের নিপুন মৈথুন ও ঘুম ;

এইভাবে তার মৃত্যুর দিন এসে যাবে একদিন তোমাদের এই রঙিন পৃথিবীতে,—
কোনো শব্দ থাকবে না সেইদিন তার জন্য ভালোবাসার মানুষ থাকবে না কোনো জেগে,
শিয়রে যাবতীয় বাসনা খুলে রেখে সে তখন তার চোখের সমস্ত নেশা
সফল ভিক্ষুর মতো ছড়িয়ে দেবে তোমাদের দিকেই···

সেইদিন—তারও অনেক পর,—তার প্রেমিকার মতো ভাঙবে তোমাদেরও গাঢ় ঘুম,
তার কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি দেখে তোমরা কিছু জানবার আগেই
সে তখন
ভেসে যাবে অনেকদূর, পৃথিবীর পুরণো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাবে
তার দুঃখময় শরীরের রক্ত মাংস হাড়,—এমনকি সমস্ত জীবনের প্রেম ও কামনা !

আমি আমার কবিতা | হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়

আমি যাকে চাইনা সে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে
ক্রমশ হারিয়ে যায়
অথবা সে অস্তিত্ববিহীন প্রায়।
আমি গাছের ভেতর গাছ
মাটির সঙ্গে মাটি হতে চাই—
আমি যাকে প্রাণ দিতে পারি
তাকে সুষমাও দিই,
তবেই সে শ্রুতিবর্ণময় ;
আমার যে প্রেরয়িতা
সে তখন আমার একান্ত সৃষ্টি মনে হয়।

আমি যাকে চাই না, যার ভেতরে নেই
সে আসলে কোথাও থাকে না।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

স্বাভাবিকতা

সকাল হলে পাখির গলায়
আর
ট্রামের লাইনে শব্দ জাগে
খবরের কাগজঅলার সাইকেলের ঘন্টা বাজে
আর
সাদা-সবুজ স্কার্টপরা মেয়েরা ইস্কুলে যায়
আর
আমি ঘুমোই
কেন না সকাল হওয়া একটা সহজ ব্যাপার

আমার ঘুমের মধ্যে রোজ সকাল হয়
চোখ বন্ধ করে আমি দেখি
সকাল হলেই……
অথচ সব সকাল এক রকম নয়
কোনটা ধুতিপাঞ্জাবির মত ফিটফাট
কোনটা গোধূলির মত ক্লান্ত
কোনটা মন্থর কোনটা ঠাণ্ডা কোনটা জটিল
তবু সকাল একটা সহজ ব্যাপার

কেউ খবরের কাগজ পড়ে
কেউ গান গায়
ভাব আর আঙ্গিকের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তর্ক হয়
কেউ কবিতা লেখে
কেন না কবিতা একটা সহজ ব্যাপার
অথচ……

রথ

পিছিয়ে গেলে দেয়াল পেছন থেকে এগিয়ে আসে
থেমে গেলে চোরাবালি
তবে চাকার মত নয় রথের মত

অথচ সমুদ্রের ঢেউ কিংবা ঘড়ির পেণ্ডুলাম
কিংবা এই পৃথিবীটাই
ক্রমাগত একই রকম একই ভাবে……
তারা কেউ অন্যরকম নয়

প্রেম কিছু জয় করতে চায়
মৃত্যু বা শিল্পও চায়
বর্তমানকে অতীত আর ভবিষ্যৎকে বর্তমান
রাজ্য জয়
পতাকার রং আর চিহ্নের অদল বদল
পৃথিবীর মত নয়
রাজার মত রথের মত
এগিয়ে এগিয়ে একাকার
জন্ম বা মৃত্যু বা প্রেম বা শিল্প বা
সমুদ্রের ঢেউ বা কোনার্কের মন্দির

ভালবাসা

সকালবেলার সূর্যের নিচে ছোট্ট উপত্যকা
কমলালেবুর ক্ষেত পোষা রাজহাঁস
পাহাড়ী মেয়ের গলায় ঘন্টার শব্দ
যারা কোনদিন সকাল দেখেনি
সেই সব লোকেদের নিরুদ্বেগ হলুদ মুখ
ভালবাসা ভালবাসা

একটা বাঁকা গলির মোড়ে
দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো
অদ্ভুত ছায়ারা জড়াজড়ি করে নাচতে লাগল
কাঁপতে কাঁপতে আরও বড় হতে হতে
পুড়তে পুড়তে তারা উদ্দাম হয়ে উঠলো
ভালবাসা ভালবাসা

বটগাছের নিচে শুয়ে আছে
পুরনো যুগের মত ঠাণ্ডা প্রসারিত ছায়া
আমাদের গভীর ভালবাসা

প্রণব মাইতির কবিতা

দুপুর ও সৃষ্টির পদ্য

গন্ধহীন মধ্যাহ্নেও তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে শূণ্যতার ছায়া
যে বিষয়ে বোধ নেই ছলাৎ আন্দোলিত গন্ধবহ গাছ
রূপকল্প উত্তাপেও ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঘুরছে গীর্জার কন্দরে
হা-হা-হাওয়া নেমে আসছে সুগন্ধী ঘোড়া নিম থেকে
চাবিকাঠি হাতে নিয়ে স্নানে যায় হিসেবী মানুষ
স্রোতোধারা ছিল নাকি মালিন্য ও ধোওয়া প্রয়োজন
মাটির গহ্বরে ছিল বিভিন্ন স্তরের দাগ, শিকড় ও মূল
অপরিহার্য অঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো সূর্যরশ্মি খণ্ড কাম ক্রোধ

শোভন লীলার মধ্যে কাম্য কিছু কর্তব্য সমাধা
এর পরও অনুভব কার্বনে সহস্র সংখ্যা কুন্তলের দাম
রৌদ্রময় জলাশয়ে খেলা করে মধ্যাহ্নও হিসেবী রমনী
আর্তনাদ জমে থাকে মসৃণ অধরা দেহে কামনা কি প্রেম
মাটির গহ্বর থেকে গীর্জার কন্দর জুড়ে চরম প্রার্থনা
সুগন্ধী রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে মানুষের অনিবার্য কামনার ক্লেদ
তা সরিয়ে ঢুকে যাচ্ছে সমস্ত মানুষজন শরীর উদ্ধারে

যৌন বিবরের কাছে অনুর্বর যুবকেরা সৃষ্টির পদ্য পড়ে যায়।

কবিতার শরীর ও অনুজেরা

যে উষ্ণ রমনী আজ সারারাত শুয়ে আছে কবির পালংকে
গতকাল আমাকে দিয়ে গেছে ও শরীর পবিত্রতা যশ
ভাষার অমোঘ কৃতি ছিলাটান যৌবনের ঢলে
বহুভোগ্যা সে রমনী তার শরীর গিঁট কিছুতে খোলেনা

সমস্ত রাত্রি জুড়ে বৃষ্টিপাত হ'য়েছিল
সারাটা পালংক জোড়া রমনীর চোখে চোখ স্থির
শরীর খুবলে খামচে নিজেকেই চূর্ণ গুঁড়ো করা তবু
রাঙা সূর্যোদয় এসে ছিনতাই করে নিলো বিছানা সঙ্গিনী
তারপর দীর্ঘরাত বছরে দশকে এই বুড়ো হয়ে যাওয়া দিন দিন

আজকাল সে রমনী চতুরা হয়েছে ঢের রক্তে তার রেসের ঘোটকী
টলটলে সে যুবতী লাবণ্যখচিতাদেহা বহু কবি লোটে
পুজো করে যুবকেরা, পাশে শোয় আমারই অনুজ
এখন প্রাক্তন প্রেমী পালিত কেশ ও দন্তে অস্ত্রে ক্ষত যুদ্ধক্লান্ত প্রাণ

শেষবার সে নারীকে বিবস্ত্রা করতে চাই আমার প্রকোষ্ঠে
তার শরীরের ভাঁজে পুঁতে দেব বীজধান
তার হাতে তুলে দেব' যৌবনের রক্তমাখা নীল পদ্ম কলি
ছিলাটান এ ধনুকে বেঁধেছি যৌবন দিন···
লক্ষ্যভেদ করে আনবো মুক্তাঞ্চলে এই বুকে উষ্ণ কবিতা

শব্দের কারুকাজে বেপরোয়া চুক্তিহীন ছিঁড়ে দেব' যত' সব গিঁট
তারপর চূর্ণ হব, ঋতু বন্ধ হয়ে গেলে, চেয়ে থাকবো কবিতার দিকে
বয়সে সূর্যাস্ত এসে ঢেকে দেবে সাদা ফুলে কবিকে নারীকে
অবশেষে একদিন মাটি চিরে ফুটে উঠবে ধানক্ষেত, নীলপদ্ম বন।

ঘরে ফেরার জন্যে / জীবন সরকার

বাসনার দ্বীপ চোখের আড়ালেই থেকে গেছে
হে ঈশ্বর।
আমাকে আমার স্বদেশে পৌঁছে দাও
উজ্জ্বল প্রার্থনাগুলো কেন আজও
অমাবস্যার রাতে
উজানো কই মাছের মত
এঘরে ওঘরে চলাফেরা করে।
আমার জমিন কি বরাবর নেই!
বিশাল নদীতে শুধু হাঁক দিই—
যার যার ডাইনে, যার যার বায়।
হে ঈশ্বর!
আমাকে আমার স্বদেশে পৌঁছে দাও।

অশোক পোদ্দারের কবিতা

গহন সমুদ্রের ঘোড়া

এভাবেই সরে যাবে—যেমন সরছে দিন—মানুষের ছায়া
যেমন মিলিয়ে যায়, মানুষেরা চলে গেলে, একদিন
পৃথিবীর গাঢ় অন্ধকারে। ডাইনোসোরাস্—
সেই অতিকায় প্রাণী—সেও চলে গেছে ফেলে বিশাল কংকাল
পৃথিবীর হাতের পাঞ্জায়।

ডাঙার ওপরে নয়—ঘোড়ার মতন—নীল ঘোড়া
টুকি টাকি জুতো জামা স্বপ্নের ছোট ছোট বাদামী ঝিনুক
সবুজ রক্তদের বিষন্ন বিদায় জানিয়ে—তীব্র বেগবান,
সমুদ্র-অশ্বের মত নেমে যেতে হবে ঃ
পৃথিবীর কেন্দ্র হতে অনেক গভীরে।

রজ্জুবদ্ধ দুটি হাত

খুলে দাও হাতের বাঁধন
পৃথিবী তোমার এই নোংরা কবরখানায়
আমি মাটি খুঁড়তে আসিনি—আমায়
সম্রাটের মতো চলে যেতে দাও
উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মানের সাথে।

আর এভাবে কেবল—বারংবার
আমায় খুঁটিতে বেঁধে তরবারির খোঁচায় খোঁচায়
আহত করতে থাকো—রক্ত যদি ঝরে যায় ফোটায় ফোঁটায়
নিষ্পাপ মাটিতে—আমি—ছাড়বো না।

ছাড়া পেলে ভয়ঙ্কর স্তীমের মতন—রক্ত পাগল
নষ্ট পৃথিবীর নীল কণ্ঠ হতে শুষে নেব রক্তের সাগর ;
জো-লুইয়ের মতো তীব্র মুষ্টাঘাতে
ভেঙে দেব পৃথিবীর বিশাল চোয়াল।

খুলে দাও হাতের বাঁধন
সৌখিন পোষাক সব হাওয়ার স্কন্ধে রেখে
চলে যাবো—অতিদূর—অন্য পৃথিবীতে।

কবিতা আন্দোলন ও বাঁকুড়ার কবিগোষ্ঠী | *রূপাই সামন্ত*

আন্দোলন কথাটা প্রচল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবিতা আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের মতো চীৎকারধর্মী নয়। অনু-পরমানুর চেইন-রিঅ্যাকশনের মতো কবিতা আন্দোলন ঘটে নিঃশব্দে। কিন্তু ঘটার পর যার প্রকাশ লক্ষকোটি শক্তিসত্তায়। লক্ষকোটি কবিতা প্রকাশে। কবিতার আন্দোলন চলছে সারা বাংলা দেশ জুড়ে। বাঁকুড়া অনুন্নত অবহেলিত বাংলার উদাহরণ হলেও এখানেও আছে কবিতা সম্বন্ধে চিন্তন মনন সংগঠন ও সৃজনের আবেগ অধ্যবসায় ও পারগতা। বাঁকুড়া জেলার ভূমিপরিধি ২৬৫৩ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ। বাঁকুড়া শহর নিতান্তই ছোট শহর। দ্বিতল বাড়ীর ছাদে উঠলে ও প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দেখা যায়, যার লোক সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। অথচ কেবল মাত্র এই শহরটি থেকেই প্রকাশিত হয় অবান্তর, পথের সংগ্রহ, কস্তুরী, বিংশ শতক, সুচেতনা, নিষাদ, রশ্মিক, সাতরঙ, মর্মর নির্ঝর, স্পন্দন, বোধন, অগ্নিসংকলন, অনুষ্মা, লুব্ধক, ত্রিশূল, ধ্রুব, উত্তরন প্রভৃতি ছোট বড় সাহিত্য পত্রিকা। এর মধ্যে সংবাদসেবী পত্রিকাগুলি ও স্মারকপত্রগুলি স্বাভাবিক কারণে ধরা হয়নি। অবশ্য 'বাঁকুড়া হিতৈষী' সংবাদপত্র হলেও শারদ সংখ্যার জন্য সাহিত্যের বড় পরিধিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। ৫/৬ বছর আগেও দেখেছি আনন্দ বাগচী সম্পাদিত 'পারাবত' ছাড়া আর কোন স্মরনীয় পত্রিকা বাঁকুড়ায় ছিল না। এবং 'পারাবত' তখন খুব স্বচ্ছন্দে অসীম সাহিত্য গগনে ডানা মেলে যে উড়তে পারতো তাও নয়, তবে পত্রিকাটির খ্যাতি ছিল, মান নিম্ন ছিল না। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তুলনা করলে দেখা যাবে কবিতা আন্দোলনের ঢেউ বাঁকুড়ায় লেগেছে কি না। পূর্ব তালিকার মধ্যে ধরা পড়েনি এমন পত্রিকাও আছে যেগুলি গত বছরও বেঁচে ছিল। বিষ্ণুপুর শহরেও সাম্প্রতিক কালে টেরাকোটা, মুহূর্ত, চেতনা, মরশুম প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা খেলে বেড়াচ্ছে দুর্দম বেগে। সুবো আচার্য ওখানে আছেন, কিন্তু তাঁর মতো অন্য কেউ এতখানি সার্বজনীন আবেগ কবিতার জন্য কবিতাপ্রেমীর জন্য সঞ্চার করতে পারেননি। সুবো আচার্য হাংরি জেনারেশন কাব্যচিন্তার দমছুট প্রবণতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন না, তিনি তরুণ গোষ্ঠীকে পোক্ত ও প্রয়োজনীয় করে তুলছেন। আনন্দ বাগচী সেদিক থেকে সোচ্চার নন, কিন্তু বাঁকুড়ার কবিরা তাঁর নামের সম্মানেই আত্মপরিচয় দেন। আনন্দ বাগচী এখনও বাঁকুড়ার কবিচূড়ামনি। রবি গঙ্গোপাধ্যায় সুকবি খ্যাতি পেয়েছেন। যেমন খ্যাতি পেয়েছেন বা খ্যাতি

চেয়েছেন রূপাই সামন্ত, শান্তি সিংহ, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, জয়ন্ত সাহা, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, অবনী নাগ, অমিয় কুমার সেনগুপ্ত, দুর্গা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিরা। রবি ছাড়া এঁদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নন্দ চৌধুরী চলে গেলেন দুর্গাপুরে, দিলীপ পাত্র আসানসোলে এবং শান্তি সিংহ আছেন পুরুলিয়ায়। এঁরা তিন জনই বাঁকুড়ার ছেলে, বাঁকুড়ার তরুণ কবিজনপদের বিশেষ প্রীতি পেয়েছেন। এই আধুনিক কবিতাচর্চায় প্রবীন কবি বেনু গঙ্গোপাধ্যায় অথবা শ্রী মুন্সীর পরোক্ষ সহযোগিতা আছে। এঁরা অন্তগামী নন, কিন্তু আন্দোলন-উপযোগী নবরূপায়ন ঘটাতে পারেন নি আপন আপন সৃষ্টিসম্ভার।

বাঁকুড়া শহরের বাইরে ছোট ছোট ঐতিহ্যপীঠ শহরে যেমন ছাতনা, বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া, ইন্দপুর প্রভৃতি থেকেও পত্রপত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ চলছে। ছাতনা থেকে ভেলা নামে একটি মনোরম পত্রিকা প্রকাশ করেন তরুন কবি মৃদুল মুখোপাধ্যায়। ইন্দপুর থেকে প্রকাশিত হয় অশনি। বেলবনি থেকে প্রকাশিত হয় সপ্তমি ও চন্দ্রিকা। বেলিয়াতোড় থেকে প্রকাশিত হয় বলাকা। বড়জোড়া থেকে শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন কালকের সূর্য। এর সবগুলিই যে শুদ্ধ কবিতানির্ভর তা নয়। গল্প প্রবন্ধ প্রভৃতির ভিড়ে কবিতার জন্যই এগুলি বেশি জায়গা দেয়, বেশি সজাগ থাকে। সেসব পত্রিকা এক ফর্মারই হোক অথবা এক পেজি ফোল্ডারই হোক। বিশুদ্ধ কবিতা সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছে অবান্তর, নিষাদ, ত্রিশূল, কস্তুরী, বলাকা প্রভৃতি পত্রিকা। আর একটি পত্রিকা 'বিংশ শতক' নিছক কবিতার জন্য উৎসর্গীকৃত, যার সম্পাদিকা তুলসী চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় তুলসী চট্টোপাধ্যায় ও প্রবীণা রাণু গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া অন্য মহিলা কবি তেমন চোখে পড়ে না। অবান্তর পত্রিকার সম্পাদক সংস্কৃতিকা, সূচেতনা প্রভৃতি পত্রিকাগুলির সূচনা সম্পাদক ছিলেন এবং এই ভাবেই আবেগ অনুপ্রেরণা জানাতে চেয়েছেন বাঁকুড়ার আধুনিক কবিদের। চাকরীর খাতিরে বাঁকুড়ায় এসে উৎপল চক্রবর্তীও এখানের কবিদের মধ্যে সপ্রাণ উৎসাহ সঞ্চার করেছেন।

আধুনিক কবিতা লিখবো, এই মনোভাবের শতেক ঢেউ তুলে একটি অনুভববেদ্য আন্দোলনের রূপ দিয়েছেন বাঁকুড়ার তরুণরা। কিন্তু সেই ঢেউয়ের বুকে যে আলোর নাচন তা প্রধানতঃ কলকাতা থেকে বিচ্ছুরিত। শক্তি সুনীল গৌরাঙ্গ শান্তনু এবং মণীন্দ্র সুভাষ নীরেন যা করছেন বলছেন তারই শ্রদ্ধেয় অনুসরণ করেছেন এঁরা কেউ কেউ। এঁরা প্রায় সবাই কলকাতায় আত্মপ্রকাশের সাধ রাখেন, সচেষ্ট হন। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানেও একটি তথাকথিত বামপন্থী কবিগোষ্ঠীর আভাস পাওয়া যায়। যদিও তাঁদের উচ্চারণ ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ। ইদানীংকালে আঞ্চলিক কবিতা রচনার ধুয়া তুলেছিলেন কয়েকজন তরুনতম কবি। 'সাম্প্রতিক চারজন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা পায়ের তলায় মাটি রাখতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে রাজকল্যান চেল কিছু ভালো আঞ্চলিক কবিতা লিখেছেন।

বাঁকুড়ার-রাঢ় বাংলার কবিরা এখানের নিসর্গপ্রকৃতির ও মানবপ্রকৃতির স্বতন্ত্র রূপ ও স্বরূপ চোখে দেখেছেন, কবিতার মধ্যে বানীবদ্ধ করেছেন রসময় ব্যঞ্জনায় সচেতন আনন্দে। তাঁদের কেউ কেউ আঞ্চলিক শব্দে সাজিয়েছেন কবিতাকে বেশ সাহসী পারঙ্গমতার সঙ্গে। বাঁকুড়ার কাব্য-আন্দোলনের সবচেয়ে বড় লক্ষণ এর প্রাণময়তা। যে কেউ যে কোন একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন তিনিই অনুভব করেন এ সত্য। তাঁর দপ্তরে বহু কবিতার পাণ্ডুলিপি জমা হয়। তার মধ্য থেকে প্রতিশ্রুতিবান লেখনীর আবির্ভাব ধরা পড়ে। বাঁকুড়ার কবিরা কবিতাকে ভালোবাসেন, কবিতার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন এবং কবিতার মধ্যে বেঁচে থাকার অভ্যাস তৈরী করেন, তৈরী করেছেন।

অবশ্য এখানেও একটি ব্যাধির উৎপাত আছে। যাঁরা কবি নন, তাঁরাও কবিতা প্রকাশে লালায়িত হন। যাঁরা সাহিত্য সংস্কৃতির কিছু বোঝেন না তারাও গায়ের জোরে সাহিত্যচর্চার বাজার খোলেন এবং মিচিংয়ে ফেস্টুনে প্রচারে পাকামিতে পাড়া মাত করেন। সংস্কৃত আলংকারিক বলেছিলেন- 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ'। কিন্তু এই সব কাব্যজগতের মত্তগজদের বিতাড়নের কোন উপায়ের কথা বলে যান নি কোন উপায়ও বোধ হয় নেই॥ □

কে যে কার শত্রু মিত্র / পরিতোষ সরকার

আজকাল বড়ো বেশি ইচ্ছে হয় দূরে বহু দূরে
চলে যাবো, আত্মজন পরিজন সমাজ সভ্যতা ছেড়ে
তাহাদের কাছে, যেখানে আদিম পিতারা সব
সমাধিলাভ করে শুয়ে আছে গভীর নিদ্রায় কালের কবলে।
বড় বেশি ইচ্ছে হয় দুদণ্ড বসি গিয়ে তাহাদের শীতল
শয্যায়, করজোরে কিছুক্ষণ নতজানু হয়ে প্রার্থনা
সেরে নিই কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের মতো
'ফিরে এসো বাড়িতে আমরা সবাই আজ শেষ শয্যায়।'

হে পিতারা তোমাদের নগ্নতায় কখনো প্রলেপ মেখেছিলে ?
তোমাদের হিংস্রতায় ভেজালের ভাগ কতো বলে দিয়ে যাও
কেননা স্পষ্টতঃ বলে দিতে সবাই সবার শত্রু সহজ সরল।
অথচ এখানে ছড়ানো ছিটানো আজ চারিদিকে ভেজাল ভেজাল।

বিশুদ্ধতা খুঁজে দ্যাখো প্রিয়জন পরিজনের ক্রমশঃ মুখ ক্ষীয়মান
শত্রুমিত্র নগ্নতায় হিংস্রতায়ও বিশুদ্ধতা নেই
এখানে সবাই কেমন শিবগাজনের শঙ্ সেজে আছে
কে যে কার শত্রুমিত্র বন্ধু কে যে বোঝা বড় দায়।

বৃত্তের ভেতরে বসে / জয়ন্ত কুমার

এক বর্গ মাইল জায়গার ওপর আমি রোজ চক্কর খাই হাজার বার,
আমার প্রাত্যহিক ভ্রমণ বড় দীর্ঘতর।

আমার ছাতের কার্নিসে বসে একটা পাতিকাক সারাদিন কা-কা করে ডাকে
শুনতে পাই,
আমার ঘরে তিনটে বেড়াল ঝগড়া করে, আমি দেখি,
আমার ড্রইং রুমে অদৃশ্য ছারপোকার কামড়, আমি অনুভব করি,
অথচ বৃত্তের বাইরে যেতে আমার ভয়।

আমি রোজ একটাই পাতিকাককে দেখি হাজার বার,
বেড়ালের ঝগড়া, ছারপোকার কামড় সহ্য করে বেঁচে আছি,
আর ভ্রমণ করি হাজার মাইল,
শুনি, কে যে বলে—মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখো জয়ন্ত,
একবার দেরাদুন ঘুরে এসো কিংবা হরিদ্বার।

অথচ সেই লোকটাকে আমি কোনদিন দেখতে পাই না।

স্বাধীনতা / রবীন সুর

কাকে বলে স্বাধীনতা ? অভিধানে নিহিত অর্থের
ভাষাগত দ্যোতনায় কিছুই জানার মত নেই
গলায় শেকল বাঁধা সারাদিন, সৌখীন ভ্রমণে
বিকেলে খেলার মাঠে কিছুক্ষণ বল ছোঁড়াছুড়ি ঃ
প্রভুভক্ত কুকুরের আস্ফালনে বাতাস হাসে না।

স্বাধীনতা গালভরা বুলি নয়, স্বাধীনতা বুলেট-বিক্ষত
জামা গায়ে ঋজু যোদ্ধা, হৃৎপিণ্ডের দরোজা জানালা
ছ্যাঁদা করা ফুটো দিয়ে আলো দ্যাখে, পোহায় রোদ্দুর।

অনুভব ॥ কবিতার মাসিক ॥ বর্ষ ২ সংখ্যা ৭ ॥ জানুয়ারী ১৯৭৫ ॥ ষাট পয়সা
ANUBHAV (Poetry Monthly), VOL. 2 No. 7. January 1976. PRICE 60 P.

বেরিয়েছে এমন একটি কবিতার বই,
যার প্রতিটি কবিতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে একেকটি অসামান্য ছবি এবং প্রতিটি ছবিই যেন একেকটি কবিতা।

এই তো এখানে | জয়ন্তকুমার রচিত
দিলীপ মুখোপাধ্যায় চিত্রিত

এমন বই বাংলায় এর আগে খুব বেশি বেরোয়নি। শিল্প-সাহিত্যের সমন্বয় সাধনের একটি বাস্তব প্রয়াস এই গ্রন্থ। বহু বর্নে মুদ্রিত। প্রতিটি পৃষ্ঠাই চিত্রময়। এই গ্রন্থের দাম মাত্র দশ টাকা।

আমাদের প্রকাশিত আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ
অশুভ সঙ্গীত ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক ॥ চার টাকা
নদীর সময় ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক ॥ তিন টাকা
ঘুমন্ত দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ॥ শলভ শ্রীরাম সিং
অনুবাদ জয়ন্তকুমার ॥ তিন টাকা ॥

□

কৃষ্ণ ধরের কাব্য-নাটক
পদধ্বনি পলাতক ॥ চার টাকা

উল্কা প্রকাশন ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, আণ্ডারগ্রাউণ্ড ২
কলকাতা ১২

EDITOR : JAYANTKUMAR
Published by Sri Virendra Nath Mishra from 33, Chittaranjan Avenue (Underground No. 2) Calcutta-12 Printed by A.K. Dey Hazra from Chandimata Printers & Stationers, Haripur Road, Cuttack-1.
Cover : DILIP MUKHOPADHYAY